টুঙ্গিপাড়া থানা ছেড়ে সরে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা



ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থানায় দফায় দফায় হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর আত্মরক্ষার্থে থানা ছেড়ে সরে গেছেন পুলিশ সদস্যরা। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল থেকে শুরু হওয়া উত্তেজনা রাতে ভয়াবহ সংঘর্ষে রূপ নিলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরানুল কবিরের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উপজেলা পরিষদ চত্বরের আশপাশে অভিযান চালায়। এ সময় একটি দোকানে ক্যারম খেলারত অবস্থায় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ এবং কয়েকটি মোটরসাইকেল জব্দ করে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের ১ নম্বর গেট এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হয়।

শিক্ষার্থীদের আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে আশপাশের কয়েকটি মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় লোকজনকে জড়ো করা হয়। এরপর টুঙ্গিপাড়া-পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

সন্ধ্যার পর শত শত মানুষ মিছিল নিয়ে টুঙ্গিপাড়া থানা ঘেরাও করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও হামলা শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। তবে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া ও আক্রমণের মুখে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দৈনিক কালবেলার ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশ সদস্যরা থানা প্রাঙ্গণ ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছেন।

পুলিশ সরে যাওয়ার পরপরই হামলাকারীরা থানার ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। এ সময় থানার আসবাবপত্র, নথিপত্র ও কম্পিউটার ভাঙচুরের পাশাপাশি থানা ভবন ও প্রাঙ্গণে থাকা পুলিশের অন্তত চারটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, হামলাকারীরা থানায় আটক থাকা ব্যক্তিদেরও ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে জেলা শহর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যদের দল ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলে পথে নিলফা বাজার এলাকায় তাদের গাড়িবহরেও হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাতে স্থানীয় সংসদ সদস্য এস এম জিলানীর বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আজ বুধবার সকাল থেকে পুরো এলাকা জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।